রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৩, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৭ কার্তিক ১৪২৬/২৩ অক্টোবর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৯.৩১৩—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের দীর্ঘতম মেয়াদে শীর্ষ নারী সরকার-প্রধানদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এক প্রতিবেদনে উক্ত তথ্য প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সংস্থা উইকিলিকস কর্তৃক সম্প্রতি খ্যাতিমান নারী সরকার-প্রধান হিসাবে সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় প্রণীত তালিকার ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে শাসনকার্যে ব্যাপৃতি, সুখ্যাতি ও বিশ্বপরিচিতি প্রণিধানক্রমে এ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। উইকিলিকস কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক এই জরিপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নারী-পুনর্জাগরণের প্রতীক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২। দীর্ঘতম মেয়াদে দেশ পরিচালনায় বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন শীর্ষ নারী সরকার-প্রধানের তালিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়েছে। এতে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৯ আশ্বিন ১৪২৬/ ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৯ আশ্বিন ১৪২৬ / ১৪ অক্টোবর ২০১৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের দীর্ঘতম মেয়াদে শীর্ষ নারী সরকার-প্রধানদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এক প্রতিবেদনে উক্ত তথ্য প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সংস্থা উইকিলিকস কর্তৃক সম্প্রতি খ্যাতিমান নারী সরকার-প্রধান হিসাবে সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় প্রণীত তালিকার ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে শাসনকার্যে ব্যাপৃতি, সুখ্যাতি ও বিশ্বপরিচিতি প্রণিধানক্রমে এ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। উইকিলিকস কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক এই জরিপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নারী-পুনর্জাগরণের প্রতীক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৫ বছরের বেশি শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। মার্গারেট থ্যাচার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১১ বছর ২০৮ দিন এবং চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হিসাবে ১১ বছর ৭ দিন দেশ পরিচালনা করেছেন। অপরদিকে, ভারতের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার ও শ্রীলঙ্কার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার মতো জনপ্রিয় নেতাদের নারী সরকার-প্রধান হিসাবে দীর্ঘদিন দেশ পরিচালনার রেকর্ড ভেঙেছেন চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে একবার এবং ২০০৯ হতে ২০১৯ পর্যন্ত একাদিক্রমে তিনবার দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে ১৫ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে চতুর্থবার ক্ষমতায় এসে কেবল সময়ের ব্যাপ্তিতে নয় বরং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বখ্যাত অন্যান্য নারী নেতাদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার-প্রধান যারা প্রাজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও দক্ষতার সঙ্গে নিজ নিজ দেশে দৃশ্যমান উন্নতি করছেন বা করে গেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস ও কর্মঠ জীবনাচরণ; দেশের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে তাঁর আত্মনিয়োজন, নির্মোহ ত্যাগ ও তিতিক্ষা; গভীর দেশপ্রেম; রাষ্ট্রকে উন্নত বিশ্বের মর্যাদায় সমাসীন করার দৃঢ় প্রত্যয়; অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের উর্ধ্বগামী প্রবণতা বজায় রাখা এবং বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে তাঁর অবস্থান সুস্থিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের কার্যকর ও যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের সামগ্রিক জীবনমান-উন্নয়ন, জীবন-কুশলতা বৃদ্ধি এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, বিনিয়োগ, অবকাঠামোসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই সময়ে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নসূচকে বিশেষত সামাজিক খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। দেশের অর্থনীতি দৃঢ় ভিত্তি, ব্যাপ্তি ও গতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের কারণে দেশের ঘরে ঘরে ডিজিটাল প্রযুক্তি পৌঁছে গেছে। তাঁর সরকারের বিভিন্ন সময়োপযোগী কর্মসূচি ও গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি-সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, ফলে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। রূপকল্প ২০২১ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন দেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। বর্তমানে দেশে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১৯০৯ ডলারে, যা ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ৫৪৩ ডলার। ২০১৮ সালে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে যা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরেকটি অনবদ্য সংযোজন। দেশের সার্বিক প্রাগ্রসরতার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্য আজ বিশ্বব্যাপী দৃশ্যমান। উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে দেশের অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে সমধিক স্বীকৃত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দর্শন-ভাবনা, মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে। শান্তিপ্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র সমুন্নত রাখা ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন পর্যায়ের বহু পদক/পুরস্কারে সম্মানিত করেছে। বিশ্বের বুকে বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদা।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, দীর্ঘতম মেয়াদে দেশ পরিচালনায় বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন শীর্ষ নারী সরকার-প্রধানের তালিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়েছে। এতে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd